গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল
মেহেরপুর সদর,মেহেরপুর।

স্মারক নং-৩৩.০১.৫৭৮৭.০০০.১৬.০২৪.২৩-২০৭ তারিখ ঃ ০৯/০৫/২০২৩ খ্রিঃ

সভার নোটিশ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় এর আওতায় গঠিত উপজেলা আইন শৃংখলা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভা আগামী ১১/০৫/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ রোজ রবিবার বেলা ১২-০০ ঘটিকায় ভাইস চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ,মেহেরপুর সদর,মেহেরপুর মহোদয়ের সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় সম্মানিত সদস্যগণকে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য সূচীঃ

(১) কিশোর অপরাধ বিষয়ে আলোচনা।
(২) বিবিধ।

৯/৫/২৩
(মোঃ সাইদুর রহমান)
জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার
ও
উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার(অঃদাঃ)
মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর।

স্মারক নং-৩৩.০১.৫৭৮৭.০০০.১৬.০২৪.২৩- তারিখ ঃ ০৯/০৫/২০২৩ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরিত হলোঃ
০১। জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার,মেহেরপুর।
০২। চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ,মেহেরপুর সদর,মেহেরপুর।

যথা সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্থানীয় সরকার ,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর আওতায় উপজেলা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কমিটির কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের হাজিরা।

সভাপতি : জনাব মোঃ আবুল হাশেম ,ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ ,মেহেরপুর সদর ,মেহেরপুর।
সভার তারিখ : ১১/০৫/২০২৩ খ্রিঃ, সময়: সকাল ১২.০০ ঘটিকা।
সভার স্থান : ভাইস চেয়ারম্যান ,উপজেলা পরিষদ ,মেহেরপুর সদর ,মেহেরপুর এর অফিস কক্ষ।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	স্বাক্ষর
১	মোঃ আবুল হাশেম ভাইস চেয়ারম্যান	
২।	মোঃ সাইদুর রহমান	
৩	মোঃ মনিরুল ইসলাম উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	
৪	মোঃ সাহিন আকতার, UE	

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় এর আওতায় গঠিত উপজেলা আইন শৃংখলা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভায় কার্যবিবরণী:

সভাপতি ঃ জনাব মোঃ আবুল হাশেম, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর।
সভার তারিখঃ ১১/০৫/২০২৩ খ্রিঃ
সময়ঃ বেলা ১২.০০ ঘটিকা।
সভার স্থানঃ ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর এর অফিস কক্ষ।
উপস্থিতি তালিকাঃ পরিশিষ্ট-ক

উপস্থিত সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপজেলা প্রানিসম্পদ অফিসার, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর অলোচনায় সূত্রপাত করেন। সভায় নিম্নরুপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

কিশোর অপরাধ বাড়ছে। পৃথিবীজুড়ে চলছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। জীবন-জীবিকা নিয়ে যখন চরম উৎকণ্ঠায় সাধারণ মানুষ তখন গড্ডালিকায় গা ভাসাচ্ছে তরুণ-তরুণীরা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না খোলার সুযোগ ভিন্নভাবে কাজে লাগাচ্ছে কিশোরদের বখে যাওয়া একটি অংশ। জড়িয়ে পড়ছে নানা অসামাজিক ও অপরাধমূলক কর্মকান্ডে। উঠতি ছেলেদের ঘরে আটকে রাখা আরও বেশি কষ্টকর হয়ে পড়ছে নতুন ডিভাইসের কারণে। মোবাইল ফোন হাতে পেয়ে কেউ কেউ লেখাপড়া ছেড়ে অশ্লীল ভিডিও দেখছে। ফেসবুকের সুবাদে জড়িয়ে পড়ছে প্রেমে। মানছে না সরকার নির্ধারিত বয়সের পরিসীমা। কোথাও বা ছোট-বড় কিশোর গ্যাং সংঘবদ্ধভাবে ধর্ষণ ঘটাচ্ছে। লকডাউনে অবরুদ্ধ পরিস্থিতিতে শিশু-কিশোরদের অপরাধের ধরনও অনেকটা বদলেছে। আজকের কিশোররাই আগামী দিনে দেশের হাল ধরবে। অথচ প্রশ্ন উঠেছে আমাদের কিশোররা কি সঠিক পথে হাঁটছে? আমরা কি তাদের সুষ্ঠু বিনোদন কিংবা খেলাধুলার পরিবেশ দিতে পারছি? পরিবারও কি তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে? বাংলাদেশ প্রতিদিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে রাজধানীতে এখন অন্তত ৭০ থেকে ৭৫টি কিশোর গ্যাং সক্রিয়। এদের সদস্য সংখ্যা দেড় থেকে দুই হাজার। কিশোর গ্যাংয়ের মদদ দিচ্ছে এলাকার কথিত বড় ভাইয়েরা, ক্ষেত্রবিশেষ রাজনৈতিক নেতৃত্ব। বয়সের কারণে এদের বলা হয় কিশোর। কিশোর বলতে আমরা বুঝি সেই বালকদের যাদের গোঁফ গজিয়েছে তবে এখনো তা কামায়নি। কিশোরের সংজ্ঞা যা-ই হোক তারা পুরুষ। পুরুষ তার পৌরুষ দেখাবে না তা হয় না। কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা তা দেখাচ্ছে। গ্যাংয়ের কিশোরেরা রাস্তার পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ নয়, তারা বাস করে পরিবারে মা-বাবা ও অভিভাবকদের সঙ্গে। তারা কেমন ছেলে এবং তারা কী করে তা তাদের অভিভাবকদের অজানা নয়। অভিভাবকদের দায়িত্বহীনতা বা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রশ্রয় ছাড়া সন্তান বিপথে যেতে পারে না। এ ব্যাপারে অভিভাবক ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।

১। কিশোর অপরাধ মোকাবিলায় সর্বপ্রথম এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জেনে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
২। সুষ্ঠু ও সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতে হবে।
৩। কিশোরদের সুষ্ঠু আবেগীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে যত্নবান হতে হবে।
৪। পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করতে হবে।
৫। সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র শিশু কিশোরদের জন্য সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
৬। সন্তানকে পরিবার হতেই নৈতিক মুল্য বোধ বিকাশের লক্ষ্যে পিতা মাতাকে বেশি করে সন্তানের পিছনে সময় দিতে হবে।
৭। কিশোরের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের জন্য গঠনমূলক পারিবারিক, সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।
৮। দেশে পর্যাপ্ত কিশোর অপরাধ সংশোধন কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ আবুল হাশেম)
সভাপতি
উপজেলা আইন শৃংখলা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি
ও
ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ
মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল
মেহেরপুর সদর,মেহেরপুর।

স্মারক নং-৩৩.০১.৫৭৮৭.০০০.১৬.০২৪.২৩- ২০৭ তারিখ ঃ ১১/০৫/২০২৩ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরিত হলো (জৈষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)।

১। জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার,মেহেরপুর।
২। চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ,মেহেরপুর সদর,মেহেরপুর।
৩। ভাইস চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ,মেহেরপুর সদর,মেহেরপুর।
৪। উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি),মেহেরপুর সদর,মেহেরপুর।
৫। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার,মেহেরপুর সদর,মেহেরপুর।
৬। চেয়ারম্যান,আমদহ ইউনিয়ন পরিষদ।
৭। অফিস কপি।

(মোঃ সাইদুর রহমান) ১১/৫/২৩
জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার
ও
সদস্য সচিব
উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার(অঃদাঃ)
মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর।